গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

নং-৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৯.০১০.২০-২৬৬ তারিখ : ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৫.২০.৩০৩, তারিখ : ১০/১১/২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ/কার্যক্রম, এর বাস্তবায়ন, উপকারভোগীর সংখ্যা, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, ব্যয়িত অর্থ, কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও এর সমাধান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য ও ক্যাপশনসহ ০২টি ছবি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৮ (আট) পাতা।

(সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪৬৫৬১
ইমেইল: (csmoys66@gmail.com)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃ: আ: ড. উর্মি বিনতে সালাম, উপসচিব, ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা]।

নং-৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৯.০১০.২০-২৬৬ তারিখ : ১৮ নভেম্বর ২০২০খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য :

১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
২। প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ইহা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১৮/১১/২০২০
(সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১। গৃহীত কার্যক্রম :

(ক) **নিয়মিত উপস্থিতি :** কোভিড-১৯ এর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় নিয়মিত অফিসে উপস্থিত থেকে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করেছেন; অধীনস্তদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং দেশব্যাপী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে নির্ভয়ে কাজ করার প্রণোদনা দিয়েছেন।

(খ) **প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে দান :** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০১ (এক) দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়েছে।

(গ) **কোভিড -১৯ এর মহামারি মোকাবেলা:** করোনা ভাইরাসজনিত (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী (হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লোবস, হ্যান্ড ওয়াশ, মাস্ক, থার্মাল থার্মোমিটার, স্প্রেইং বোতল জীবানুনাশক পাদানি) বিতরণ/স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) **আদেশ/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/নির্দেশনা পৃষ্ঠাংকন :** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/আদেশ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবহিত করণের জন্য পৃষ্ঠাংকন করা হয়েছে।

(ঙ) **সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে দপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা :** অনলাইন এবং ই-ফাইল-এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয়সহ, অন্যান্য সভা ভার্চুয়াল প্লাটফরমে আয়োজন করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার নিমিত্ত ভার্চুয়াল/Zoom পদ্ধতিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

(চ) **যুব পাইকারি সেল ডট কম :** কোভিড-১৯ এর প্রভাবে যখন বাজার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে ঠিক তখনই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কয়েকজন যুব কৃষিপণ্য বাজারজাত করার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক কেনা-বেচার প্লাটফরম যুব পাইকারি সেল ডট কম চালু করে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক চাষি থেকে শুরু করে ঢাকার আশে পাশের জেলার কৃষকগণ খুব সহজে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে; ফলে ক্রেতাগণও ঘরে বসেই স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে। এ কাজে সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নকে ইউনিট ধরে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে।

(ছ) **যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প:** কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়ে পড়া হাজার হাজার যুব শ্রমিককে নিজ নিজ এলাকায় রেখে তাদের চাহিদামত ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের নিমিত্ত যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প নামের একটি সময়োপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে:

- প্রকল্প মেয়াদে ৭,২২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;
- প্রকল্প মেয়াদে ৩,৬১,২০০ জনের আত্মকর্মসংস্থান হবে;
- প্রকল্প মেয়াদে ২০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে; এবং
- প্রকল্প মেয়াদে ৪০,০০০ জন যুবকে ঋণ প্রদান করা হবে।

(জ) **সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ও অন্ট্রাপ্রনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সীড) :** বর্তমান বাস্তবতায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব সমাজের জন্য ঘরে বসে প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ও অন্ট্রাপ্রনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সীড) নামের আরো একটি সময়োপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের অধীনে একটি ভার্চুয়াল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে:

- ৩ থেকে ৩০০ ঘন্টার প্রায় ১০০০ এরও বেশী সংখ্যক (মোট ৩০ লক্ষ মিনিট পাঠদান) দক্ষতা উন্নয়ন ভিত্তিক কোর্স আপলোড করা হবে;
- প্রকল্প মেয়াদকালে ১.২ মিলিয়ন যুবকের (নারী/পুরুষ) আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে; এবং শুধুমাত্র ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুব সমাজকে বছরে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার আয়ে সক্ষম করে তোলা।

(ঝ) **Dhaka OIC Youth Capital, 2020 :** কোভিড-১৯ এর কারণে Dhaka OIC Youth Capital, ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল প্লাটফরমে আয়োজন করা হয়েছে। যা সারা বিশ্বব্যাপী অনলাইনে প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া উদ্বোধনের পর মুসলিম বিশ্বের যুবদের মাঝে রোহিঙ্গা ইস্যুটি গণপ্রচারের উদ্দেশ্যে Resilient Youth Summit এর আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ এর ইভেন্টগুলোর মধ্যে প্রধান ইভেন্ট হিসেবে Bangabandhu Youth Leadership Award প্রদানের জন্য ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ জুলাই, ২০২০ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করেছেন।

(ঞ) **Sheikh Hasina National and International Youth Volunteers Award:** করোনা মহামারীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা দেশে-বিদেশে বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এক উজ্জ্বল নাম। এসকল দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের যুবসমাজকে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ এ Bangabandhu Youth Leadership Award এর পাশাপাশি Sheikh Hasina National and International Youth Volunteer Award (Response to Covid-19) দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন।

(ট) **চামড়া ছাড়ানো ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণ:** কোভিড -১৯ এর প্রকোপ চলাকালে ঈদ-উল-আযহার সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেয়া কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়ানো ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(ঠ) **ভলান্টিয়ার্স কানেক্টিভিটি স্থাপন:** সারা দেশের বিভিন্ন ভলান্টিয়ার্স সংগঠনের সাথে ভার্চুয়াল প্লাটফরম স্থাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সারা দেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্লাটফরম কাজ করবে।

(ড) **দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ :** কোভিড-১৯ উপলক্ষ্যে ঈদ-উল-ফিতরের সময় দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(ঢ) **অনলাইন প্রশিক্ষণ:** বিভিন্ন ট্রেডে অনলাইনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ণ) **সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ :** COVID-19 এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ফেডারেশনের ক্রীড়াবিদদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, মাস্ক, পিপিই, হ্যান্ড সেনিটাইজার প্রদান করা হয়েছে। শুধু ক্রীড়াবিদ নয়, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কোচ, কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংগঠকদেরকেও খাদ্য সামগ্রী, মাস্ক, পিপিই ও হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

(ত) **কোভিডকালে কর্মহীন খেলোয়াড়/সংগঠকদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান :** করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা পর্যায়ে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক এবং বিভিন্ন ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের খেলোয়াড়/কর্মকার্তাদের মাঝে ৩,২৬,৯৬,৩৫০/- (তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিন শত পঞ্চশ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। চলমান বৈশ্বিক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীকালে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' হতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ৫০ জন ক্রীড়াসেবীকে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা বিশেষ আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(থ) **কোভিডকালে কোয়ারেন্টিন সেন্টার হিসেবে ব্যাবহারের অনুমতি :** ঢাকা, চট্টগ্রাম,খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, মাদারীপুর, ঝিনাইদহ ও বগুড়া জেলাসমূহে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইনডোর/জিমনেসিয়ামে টিসিবি'র পণ্যসমূহ জনস্বার্থে গুদামজাত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিকেএসপি এবং বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনে বিদেশ ফেরতদের কোয়ারেন্টিন সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(দ) **করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ হওয়া ক্রীড়া কার্যক্রম চালুকরণ :** করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ হওয়া খেলাধুলা চালু করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ফেডারেশন/এসোসিয়েশন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্প পরিসরে বন্ধ হওয়া খেলাগুলো পুনরায় চালু এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন কার্যক্রম শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- অনলাইনে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে নিয়মিত খেলছেন বাংলাদেশের দাবাড়ুরা।
- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) প্রশিক্ষন গ্রহন করছে।
- বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন নভেম্বর,২০২০ মাসের শেষের দিকে ১৩-তম জাতীয় ক্লাব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হচ্ছে। এতে খেলোয়াড়দের ভার তোলার ভিডিও ফুটেজ দেখে জাজমেন্ট দেয়া হবে। করোনাকালে যা নতুন এক ধারণা।
- শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক অনলাইন শ্যুটিং প্রতিযোগিতা ১৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ও নেপাল জাতীয় ফুটবল দলের মধ্যে ম্যাচ ১৩ নভেম্বর, ২০২০ ও ১৭ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে আয়োজনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে রোলার স্কেটিং প্রতিযোগিতা ১৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী উপস্থিত ছিলেন।
- হিরোস তায়কোয়ানডো ভার্চুয়াল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২০ থাইল্যান্ড ০৬-০৭ আগষ্ট,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ০৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহন করেন।
- বাংলাদেশ ভার্চুয়াল ওপেন পোমসে চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২০ অনলাইনে ৬-৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে হয়েছে।
- মুজিববর্ষ ১ম বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো অনলাইন ক্লাব পোমসে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০ প্রতিযোগিতা ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মুজিববর্ষ ১ম ভার্চুয়াল পোমসে লোগো চ্যাম্পিয়নশীপ ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১ম বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো আন্তর্জাতিক পোমসে লাইভ চ্যাম্পিয়নশিপ ০৩-০৪ অক্টোবর,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মুজিববর্ষ ফেডারেশন কাপ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা-২০২০ প্রতিযোগিতা ২২-২৩ অক্টোবর,২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। উপকারভোগী :

(ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

(খ) ৬৪টি জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট যুব সমাজ ও সাধারণ মানুষ।

(গ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

(ঘ) সকল ক্রীড়া এসোসিয়েশন/ফেডারেশনের ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক ও ক্রীড়া সংগঠক।

(ঙ) বিকেএসপি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ।

(চ) ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

৩। আর্থিক সংশ্লেষ :

(ক) করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা পর্যায়ে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক এবং বিভিন্ন ফেডারেশন/এসোসিয়েসনের খেলোয়াড়/কর্মকার্তাদের মাঝে ৩,২৬,৯৬,৩৫০/- (তিন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিন শত পঞ্চশ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(খ) চলমান বৈশ্বিক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীকালে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' হতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ৫০ জন ক্রীড়াসেবীকে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা বিশেষ আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় বাবদ সর্বমোট ৮,৮২,২০০/-(আট লক্ষ বিরাশি হাজার দুই শত) টাকা ব্যায় করা হয়।

৪। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

(ক) আগাম সচেতনতামূলক পরিপত্র/সার্কুলার জারির মাধ্যমে সতর্ক করা।

(খ) বয়স্ক ও অসুস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে আগমন সাময়িক নিরুৎসাহিত করা।

(গ) অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ই-ফাইলিং এর ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

(ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ দেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট চিকিৎসক প্যানেল প্রস্তুত রাখা।

(ঙ) কোভিডকালীন আগাম সময়াবদ্ধ (Time-bound) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

(চ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মকর্তা, কর্মচারী, যুব সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশান ও পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রাখার ব্যবস্থা।

(ছ) প্রশিক্ষণার্থীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পরামর্শ প্রদান করা।

(জ) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে জনসমাগম এড়িয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

(ঝ) জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তহবিল গঠন করা।

(ঞ) অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে অফিসে কাজ করার ব্যাবস্থা গ্রহণ করা।

(ট) অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(ঠ) বার বার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা।

(ড) নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গন পরিষ্কা-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(ঢ) অফিস প্রাঙ্গনে প্রবেশের সময় জীবানুনাশক স্প্রে দিয়ে জুতা/স্যান্ডেল পরিস্কার করা।

(ণ) অফিসকক্ষে প্রতিনিয়ত জীবানুনাশক স্প্রে ছিটানোর ব্যবস্থা করা।

৫। **কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা :**

(ক) পাবলিক অফিসে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রনহীন আগমন।

(খ) একই অফিস কক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত করতে না পারা।

(গ) সরকারীভাবে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য মাস্ক, গ্লাভস, চশমা, ইউনিফর্ম, সেনিটাইজার ও জীবানুনাশক উপকরণের স্বল্পতা।

(ঘ) চিকিৎসক/বিশেষজ্ঞের নির্দেশনা প্রতিপালনে যথেষ্ট মনোনিবেশ না করা।

(ঙ) অফিসের মেডিক্যাল স্টোরের জন্য চিকিৎসা উপকরণ সংগ্রহ/ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্ধ না থাকা।

৬। **উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ :**

(ক) সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য মাস্ক, চশমা, ইউনিফর্ম, সেনিটাইজার ও জীবানুনাশক উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(খ) অফিসের মেডিক্যাল স্টোরের জন্য চিকিৎসা উপকরণ সংগ্রহ/ক্রয়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

(গ) ই-ফাইলিং কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা। নেটওয়ার্কের স্পীড বৃদ্ধি করা।

(ঘ) সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল/Zoom প্লাটফরমের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।

(ঙ) অফিসে জনসাধারণের (সেবা গ্রহীতা) অপ্রয়োজনীয় আগমন নিয়ন্ত্রণ করা।

(চ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা তৈরিসহ পুঁজি হিসেবে ঋণ প্রদান বৃদ্ধি করা।

(ছ) একই অফিস কক্ষে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার ব্যবস্থা করা।

(জ) চিকিৎসা/বিশেষজ্ঞের নির্দেশান প্রতিপালনে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঝ) কর্মবন্টন/দায়িত্ব পালন পর্যায়ক্রমিক করা।

(ঞ) সরকারি উদ্যোগে অফিসে বিশেষ মেডিক্যাল স্টোর চালুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

(ট) মাঝে মাঝে কোভিড-১৯ বিষয়ক কাউন্সিলিং এর আয়োজন করা।

(ঠ) শাখাসমূহ আকস্মিক পরিদর্শন করে স্বাস্থ্য-বিধি মানা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা।

(ড) অফিস প্রবেশস্থলে/লিফটের সামনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধক-সরঞ্জামাদি সংযোজন করা।

(ঢ) স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশাসনিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ণ) প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থান, সময় ও সংস্থাকে বিবেচনায় আনা।

চিত্রঃ সরকারের মানবিক সহায়তা হিসেবে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্রীড়াবিদদের মাঝে ০৯ জুন ২০২০ তারিখে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

চিত্র: করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ক্রীড়া সাংবাদিকদের মাঝে ১০ মে ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।